যুগান্তর

তারিখ 23 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

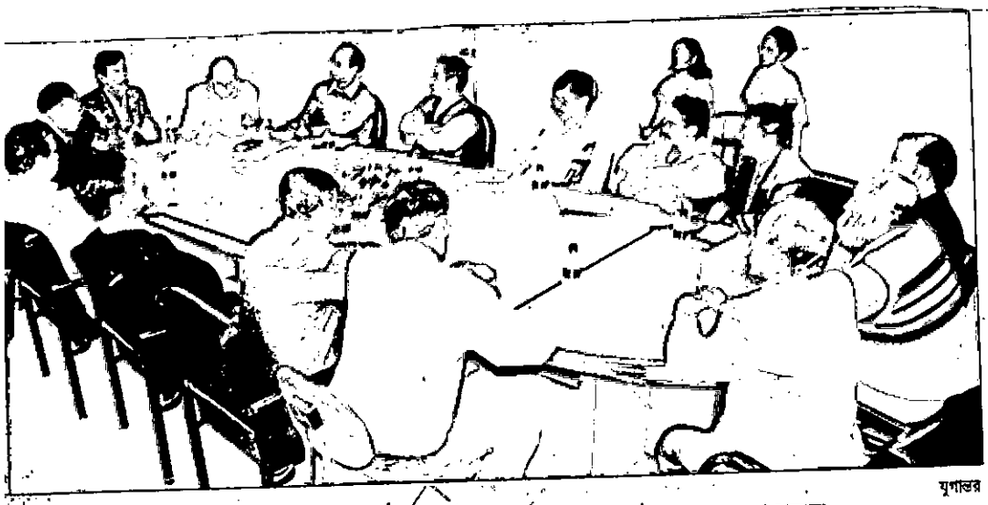

যুগান্তর

সোমবার যুগান্তর আয়োজিত 'একুশে বইমেলা ও আমাদের প্রকাশনা শিল্প' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রকাশক ও আলোচকরা

গ্রন্থ প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন

যুগান্তরে গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

যুগান্তর রিপোর্ট

'একুশের গ্রন্থমেলা ও আমাদের প্রকাশনা শিল্প' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা প্রস্তাবিত জাতীয় গ্রন্থনীতি সম্পর্কে সংসদে আইন পাস করে দেশে গ্রন্থ প্রকাশের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা চালু এবং প্রকাশিত সব বই জাতীয় আর্কাইভে সংরক্ষণ কার্যক্রম শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষিত, সমৃদ্ধ জাতি, মেধাবী প্রজন্ম গঠন ও পাঠকদের সুনাগরিক হিসেব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বক্তারা অমর একুশের বইমেলায় ভালো বই প্রকাশ, পাইরেসি বই বিক্রি না করা এবং মেলার নীতিমালা বাস্তবায়ন করে মেলাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলার আহ্বান জানান।

যুগান্তর আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা একথা বলেন। সোমবার যুগান্তর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক যুগান্তর সম্পাদক গোলাম সারওয়ার-এর স্বাগত বক্তব্য পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন যুগান্তরের ডেপুটি এডিটর সাইফুল আলম, এসোসিয়েট এডিটর সোহরাব হাসান, বাংলা একাডেমীর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ও সচিব মঈনুল হাসান, ইউপিএলের মহিউদ্দিন আহমেদ, আগামী প্রকাশনীর ওসমান গণি, অন্যপ্রকাশের মাজহারুল ইসলাম, মাওলা ব্রাদার্সের আহমেদ মাহমুদুল হক, অনন্যার মনিরুল হক, শিখা প্রকাশনীর নজরুল ইসলাম বাহার, অনুপম প্রকাশনীর মিলন কান্তি নাথ, সময় প্রকাশনীর ফরিদ আহমেদ, অঙ্কুর প্রকাশনীর মেসবাহ আহমেদ ও শ্রাবণ প্রকাশনীর রবিন আহসান। সঞ্চালক ছিলেন যুগান্তরের ফিচার সম্পাদক মারুফ রায়হান এবং যুগান্তর সম্পাদকের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিভাগীয় সম্পাদক নিতু পূর্ণা।

গোলাম সারওয়ার প্রকাশক ও অতিথিদের বৈঠকে যোগ দেয়ায় ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, শুরু থেকেই যুগান্তর দেশের প্রকাশনা তথা বইয়ের জগতকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। একমাত্র যুগান্তরই বইয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত পূর্ণাঙ্গভাবে রঙিন পৃষ্ঠা বরাদ্দ রেখেছে। প্রতি বছর বইমেলা উপলক্ষে যুগান্তরের আয়োজনেও থাকে ব্যতিক্রম। এবারও তার ব্যত্যয় ঘটবে না। বুক প্রমোশনের জন্য এবারও থাকবে ছাড়কৃত মূল্যে বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপানোর ব্যবস্থা। তিনি বলেন, কাগজ-কালির দাম আকাশে উঠে গেলেও বইমেলা উপলক্ষে যুগান্তরের বিজ্ঞাপন ভর্তুকিতে কোন নেতিবাচক

নীতিমালা : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৮

নীতিমালা : গ্রন্থ প্রকাশের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রভাব পড়বে না।

মহিউদ্দিন আহমেদ জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য সংসদে আইন পাস করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এখনও প্রকাশনা শিল্প খুবই দুর্বল। গ্রন্থনীতি হয়েছে, তা কেবিনেটে অনুমোদন হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কিত আইন পাসের জন্য সংসদে বিল তোলা হয়নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি আর্কাইভের কার্যক্রম শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

ওসমান গণি বাংলা একাডেমীর বইমেলার নীতিমালা পুরোপুরি বাস্তবায়ন ও কাগজের দাম কমাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি যুগান্তরে পৃথকভাবে বইয়ের জন্য এক পৃষ্ঠা নির্ধারণ করায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

মঈনুল হাসান বলেন, এবারের একুশের গ্রন্থমেলার নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে চেষ্টা করা হবে। দর্শক-শ্রোতাদের মেলায় সুষ্ঠুভাবে প্রবেশের জন্য দুটো গেট দিয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হবে। পাইরেসি বই মেলায় যাতে বিক্রি না হয় তার জন্য মেলা কমিটি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ফরিদ হোসেন জাতীয় আর্কাইভের বই সংগ্রহ ও সরকারের বই কেনা বিষয়ে বলেন, সরকার প্রতি বছর যে বই কেনে তা একেবারেই নিম্নমানের। যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারা তাদের আদর্শ ও মতাদর্শের লেখকদের নিম্নমানের বই কিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্টন করে। এটা লাখ লাখ শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতারণার শামিল।

সূচনা বক্তব্যে সাইফুল আলম আগামী প্রজন্মের কাছে বইয়ের বার্তা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বই, সংরক্ষণ, আর্কাইভের কার্যক্রম শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে বইমেলা হয়। এবারও হবে। এক সময় সারাদেশে বইমেলা হতো, এখন রাজধানীতেই শুধু দুটো মেলা হয়। সারা বছরের আকাঙ্ক্ষা এ মেলা। তিনি বলেন, যুগান্তর শুরু থেকে বইমেলাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বই কেনা ও প্রকাশনা থেকে শুরু করে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে যুগান্তর ছিল এবং আগামীতে থাকবে।

মাজহারুল ইসলাম বলেন, একাডেমীর মেলাটি প্রকাশকদের মেলা হওয়া উচিত। বিক্রেতাদের মেলা কাম্য নয়।

মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, একুশের বইমেলাকে পাইরেসি বইমুক্ত মেলা করতে হবে। পাইরেসি বই বন্ধ করতে না পারলে দেশের প্রকাশনা শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে।

সোহরাব হাসান ভালো লেখক তৈরির জন্য প্রকাশকদের মানসম্পন্ন ও ভালো বই প্রকাশ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ভালো ও মানসম্পন্ন বই সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত জাতি গঠনে সহায়ক।

আহমেদ মাহমুদুল হক পাইরেসি বই যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্য প্রকাশকদের সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান। মিলন কান্তি নাথ বলেন, স্কুল-কলেজের পক্ষ থেকে কম দাম বলে পাইরেসি বই বেশি কেনা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা নকল বই পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবস্থা পৃথিবীর কোথাও নেই।

নজরুল ইসলাম বাহার বলেন, চার বছর ধরে মেলা কমিটিতে আছি। কিন্তু মেলার যা নিয়ম-কানুন করা হয় তা বাস্তবায়ন হয় না।

মনিরুল হক বলেন, মেলাকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার জন্য এবার প্রচেষ্টা নেয়া দরকার।